জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মবার্ষিকী
ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৮ উদযাপন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স, টুঙ্গিপাড়া, শনিবার, ৩ চৈত্র ১৪২৪, ১৭ মার্চ ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি
সহকর্মীবৃন্দ
প্রাণপ্রিয় ছোট্ট সোনামণিরা এবং
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসলামু আলাইকুম।

জাতির পিতার ৯৮তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেশের সকল শিশুকে জানাচ্ছি প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দেশবাসীকে শুভেচ্ছা।

মধুমতির কোল ঘেষা টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। মার্চ মাস বাঙালি জাতির গৌরবের মাস। স্বাধীনতার মাস। জাতির পিতার জন্মের মাস।

আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতির পিতার পবিত্র স্মৃতির প্রতি। স্মরণ করছি ১৫ আগস্টে ঘাতকদের হাতে নিহত শহিদদের। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতাকে। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছি।

কাঠমান্ডুতে বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের আত্মার মাগফেরাত এবং আহতের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। শোকসন্তপ্ত পরিবারদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

জাতীর পিতার জীবনকে আবর্তন করে বাংলার ইতিহাস রচিত হয়েছে। তিনি ছিলেন বিশ্বের শোষিত-বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের নেতা। বিশ্ব মানবতার নেতা। মানুষের জন্য তাঁর ভালবাসা ছিল অপিরসীম।

এ প্রসঙ্গে জাতির পিতা ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ তে লিখেছেন, ‘‘একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।’’

জাতির পিতার জীবন ও কর্মের প্রতিটি পাতায় পাতায় রয়েছে সংগ্রামের ইতিহাস। সত্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। এদেশের মানুষের জন্য তিনি ভয়-ভীতি, জেল-জুলুম উপেক্ষা করে দীর্ঘ ২৩ বছর সংগ্রাম করেছেন। ১৩ বছরেরও বেশি সময় জেল খেটেছেন।

- ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুলের ছাত্র হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক এবং শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে স্কুলের ছাদ দিয়ে পানি পড়া বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।
- ১৯৪১ সালে তিনি এন্ট্রান্স (ম্যাট্রিক) পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন।
- ১৯৪২ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে গ্রাজুয়েশন করেন।
- ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি ও ৪ঠা জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন।
- তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়েন। এ জন্য তাঁর ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়।

- '৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকে ভাষা আন্দোলনের রূপকার হিসাবে ৫২'র ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সফলকাম হয়ে মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৯৫৩ তে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।
- ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের হয়ে নির্বাচনে বিজয় এবং প্রাদেশিক সরকারের সমবায় ও কৃষি মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- ১৯৫৫-তে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।
- ১৯৫৬ সালে তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলেন। এই বছর তিনি কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রীর দায়িত্ব পান।
- ১৯৫৭ সালে দলকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে মন্ত্রিত্ব ছাড়েন।
- ১৯৫৮ তে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের অগ্রভাগে চলে আসেন।
- ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬'র ৬ দফা, ১৯৬৮-তে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা মোকাবিলা করেন।
- ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি মুক্তি পান। এ সময় তিনি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন।
- ৭০'র নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে।
- ৭১'র ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু সমগ্র দেশবাসীকে সশস্ত্র মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ায় উদ্বুদ্ধ করেন।
- ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালির ওপর পাকবাহিনী আক্রমণ করে।
- ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সে রাতেই পাকবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়।
- মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে এবং পরে মুক্তি পেয়ে '৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।
- মাত্র ৯ মাসে বাংলাদেশকে সংবিধান উপহার দেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।
- একটা পরাধীন, শোষিত, নিষ্পেষিত জাতিকে তিনি মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিলেন।
- তিনিই আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন লাল-সবুজের পতাকা, একটি স্বাধীন দেশ ও সার্বভৌম ভূ-খন্ড।
- বাঙালির ইতিহাসে তিনিই মহানায়ক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেছেন ঠিক তখনই একাত্তরের পরাজিত শক্তি '৭৫ এর ১৫ আগস্ট কালরাতে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। বাংলাদেশ পিছনে হাঁটতে শুরু করে। হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়। অবৈধ সেনাশাসকরা গণতন্ত্রকে হত্যা করে, মানুষের অধিকার কেড়ে নেয়। সংবিধান ক্ষতবিক্ষত করে। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হয়।

বন্দুকের নলে জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করে বিদেশের দূতাবাসে চাকুরি দেয়। যুদ্ধাপরাধীদের নাগরিকত্ব দেয় এবং রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করে।

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। আর্থ-সামাজিক প্রতিটি সেক্টরে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে। ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শাসনকাল ছিল বাংলাদেশের জন্য স্বর্ণযুগ।

২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসেই দেশকে মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত করে। টানা পাঁচবার দেশকে দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করে। বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। বাংলাদেশ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের দেশ হিসাবে পরিচিতি পায়।

২০০৯ সালে আমরা সরকার গঠন করার পর, গত নয় বছরে জনগণকে কাঙ্খিত উন্নয়ন উপহার দিয়েছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। মানুষ উন্নয়নের সুফল উপভোগ করছে। আমরা উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছি।

সম্মানিত সুধি,

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর মমতা ছিল অপরিসীম। তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করেছি।

জাতির পিতা শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছিলেন। শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছিলেন।

আমরা জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে শিশুদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি। জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করেছি।

- ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছি।
- প্রায় শতভাগ শিশুর স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিশুর ঝরে পড়া রোধে মিড-ডে মিল চালু করেছি।
- দেশে কোন পথশিশু থাকবে না। তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি।
- পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তাদের জন্য শিশুবান্ধব শিখন কেন্দ্র চালু করেছি।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করেছি।
- অনুন্নত এবং ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য ২১ হাজার ৬২৩টি 'আনন্দ স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেছি।
- ২০১০ সাল হতে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ২৬০ কোটি ৮৫ লাখ ৯১ হাজার ২৯০টি বই উপহার দিয়েছি।
- ৫টি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ভাষায় বই ছাপিয়ে বিতরণ করা হচ্ছে।
- ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ১ কোটি ৩০ লাখ ছাত্রছাত্রীর মায়েদের মোবাইল ফোনে উপবৃত্তির টাকা পাঠানো হচ্ছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।
- ১ হাজার ১২৫টি গ্রামে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছি।
- পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন করেছি। শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ করছি।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে 'স্টুডেন্টস কাউন্সিল' গঠন করা হচ্ছে ।
- অটিস্টিক শিশুদের সুরক্ষায় ২২টি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করেছি।
- দুই হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ''শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব'' স্থাপন করা হয়েছে।
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন সময়োপযোগী করেছি। সারাদেশে ডে-কেয়ার সেন্টার খোলা হচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা দেশের শিশুদের উন্নয়নে কাজ করছি। আর বিএনপি নেত্রী নির্বাচন বানচালের নামে ছোট্ট শিশুদের পুড়িয়ে মেরেছেন। ৫৮২টি স্কুল পুড়িয়েছেন। পরীক্ষার সময় হরতাল-অবরোধ দিয়েছেন। মানুষ হত্যার এ অপরাজনীতি বন্ধের আহ্বান জানাই।

কোন সন্তান যেন সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের দিকে না ঝুঁকে, সেজন্য প্রত্যেক মা-বাবা, শিক্ষক, ইমাম ও সকল অভিভাবককে সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দিতে হবে।

ছোট্ট সোনামণিরা,

জাতির পিতা স্কুলে পড়ার সময়েই দরিদ্র ছেলেমেয়েদের বই কিনে দিতেন এবং পড়াশুনায় সাহায্য করতেন। গরীব শিক্ষার্থী-বন্ধুদের বাড়িতে ডেকে এনে নিজের খাবার ভাগাভাগি করে খেতেন। ছোটবেলা থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, দরিদ্র মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি দিয়েই তিনি বড় হয়েছিলেন।

তোমাদের মতো আমারও একটি ছোট্ট ভাই ছিল। ঘাতকরা সেদিন তাকেও রেহাই দেয়নি।

‘হাসু আপা, হাসু আপা’-বলে রাসেলের ডাক আজও আমার কানে বাজে। তোমাদের মাঝে আমার ছোট ভাইকে খুঁজে পাই।

সোনামণিরা, তোমরা আগামী দিনে জাতির নেতৃত্ব দিবে। দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার তোমরা। তাই তোমাদের ঠিকমত লেখাপড়া করে নিজের গড়ে তুলতে হবে।

সুধিমন্ডলী,

শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ। আসুন, সকলে মিলে শিশুদের জন্য নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। শিশুদের সুন্দর আগামীর জন্য বর্তমানকে উৎসর্গ করি।

আমরা সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের আগে উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুর কল্যাণ কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...